বিরল বাতাসের টানে

মোশাররফ হোসেন খান

বিরল বাতাসের টানে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিরল বাতাসের টানে

মোশাররফ হোসেন খান

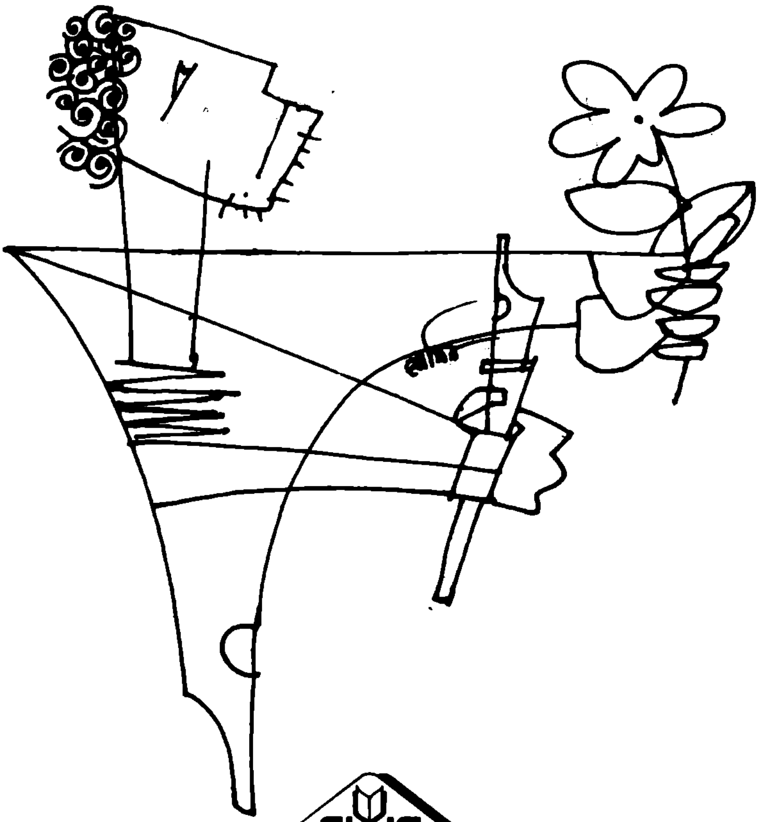

বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা

www.pathagar.com

বিরল বাতাসের টানে
মোশাররফ হোসেন খান

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর–১৯৯১
আশ্বিন–১৩৯৮

বাসপপ্র–২২
প্রকাশক
আবদুল মান্নান তালিব
পরিচালক
বাংলা সাহিত্য পরিষদ
১৭১, বড় মগবাজার, ঢাকা–১২১৭

স্বত্ব
নাহিদ জিবরান

প্রচ্ছদ
মোমিন উদ্দিন খালেদ

মুদ্রণে
ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা

কম্পিউটার কম্পোজ
নীপ্তি কম্পিউটার, ঢাকা

দাম
ত্রিশ টাকা মাত্র

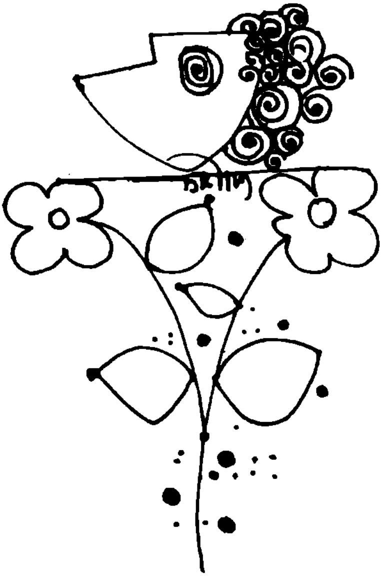

BIRAL BATASHER TANE
A Collection of Poems by Mosharraf Hossain Khan
Published by Abdul Mannan Talib, Director, Bangla Sahitta Parishad
171, Bara Mohgbazar Dhaka-1217, Bangladesh.
First Print : October 1991
Price : Tk. 30.00

www.pathagar.com

শ্রদ্ধাভাজনেষু
কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ
অভিন্ন হৃদয়েষু
শিল্পী মোমিন উদ্দীন খালেদ

মৃত্যু কি সন্ধ্যার রং
কিম্বা জীবনের মতো
তমসিত বাতাসের ঘোড়া

www.pathagar.com

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য বই

হৃদয় দিয়ে আগুন (কাব্য গ্রন্থ) ১৯৮৬
নেচে ওঠা সমুদ্র (কাব্য গ্রন্থ) ১৯৮৭
আরাধ্য অরণ্যে (কাব্য গ্রন্থ) ১৯৯০
প্রচ্ছন্ন মানবী (গল্প) ১৯৯১

www.pathagar.com

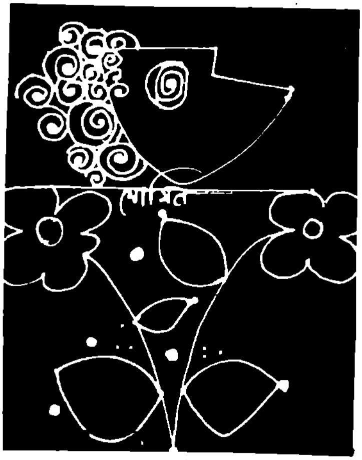

কবিতা সূচী

৯/লাশের কোরাস
১০/মধ্য যৌবনের কবিতা
১২/বীজেরজীবন
১৩/হঠাৎ মধ্যরাতে
১৪/পৃথিবীর ভবিষ্যত
১৫/যাতায়াত
১৬/দহন
১৭/মানুষ নক্ষত্র এবং গাংচিল
১৮/ফেরেশতারা
২০/জীবন ও বৃক্ষ
২১/অনন্তেরছায়াপথ
২২/অলীক কংকাল
২৩/প্রাচীন শ্যাওলার মস্তক
২৪/ইতিহাসের বাড়ি
২৫/দুর্বিনীত হরিণের শিং
২৬/খসড়ার প্রতিবিম্ব
২৮/মহাশূন্যের বারান্দা
এই সমতট সমুদ্র বিলাস/২৯
ঘুমিয়ে পড়েছে রাত/৩০
স্বপ্নের সড়কে/৩১
বিম্বিত প্রতিভাস/৩২
অচেনা আর্তস্বর/৩৩
প্রজন্ম এবং লাশ/৩৪
পাথর হাঁটছে/৩৫
জন্মান্তর/৩৮
পালক ছাড়ার সময়/৩৯
মৃদুল তুফান/৪০
সময়/৪১
ভিজে মাটির ঘ্রাণ/৪২
পিতামহের চেয়ার/৪৩
নিদ্রামগ্ন পংক্তি/৪৪
কণ্ঠতালু/৪৫
মৃত্যুর দিকে/৪৬
বিরল বাতাসের টানে/৪৭
শেষ রাতের জার্নাল/৪৮

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লাশের কোরাস

কোথায় যাচ্ছে মানুষ, কোথায়?

বৃত্তাকারে ঘুরে আসে জলের মিছিল
অন্ধকার ফিরে আসে
জোছনারা মুছে যায়
কেঁদে ওঠে শোকার্ত হৃদয়
কোথায় যাচ্ছে মানুষ, কোথায়?

বয়স নিঃশেষ হলে চঞ্চল হয় মাটির জিহবা
উদভ্রান্ত নিঃশ্বাসে টেনে নেয় শুভ্র কাফন
লেপের ভেতর টেনে নেয় রাত গহীন কবর
কোথায় যাচ্ছে মানুষ, কোথায়?

অন্ধকার গাঢ় হলে
কাফন জড়িয়ে বসে থাকে নবাগত লাশ
কবর হাঁক দেয়ঃ
আর কত জেগে থাকা, এবার ঘুমাও।

লাশের বিদ্রোহে সরব হয় গহীন কবর
শৈত্য প্রবাহে জেগে ওঠে লাশের কোরাসঃ

না, ঘুমাবো না আমি
নিঃসঙ্গ বুকে আমার পাথর চাপা দীর্ঘশ্বাস।
সবাই ঘুমিয়ে যাক
আমি তবু জেগে রবো পৃথিবীর সমাপ্তিকাল
জেগে থেকে দেখে যাবো অনন্ত প্রহরঃ

কোথায় যাচ্ছে মানুষ, কোথায়?

www.pathagar.com

মধ্য যৌবনের কবিতা

যৌবনের কি কাল থাকে? বয়স থাকে? সময় থাকে? যৌবন কোথায় থাকে?
কোথায় থাকে না? কবরের নিচে পাঁচটি পাঁজর ছুঁয়ে দশটি কংকাল
কথোপকথন করে। প্রত্যেক কবরের দূরত্ব তিন ফুট ছয় ইঞ্চি। কবরের
পচা খুঁটি ধরে বিশজন আলেম জ্বীন এবং পচিঁশজন বিজ্ঞ ফেরেশতা
শোনেন দশটি কংকালের সঘন আলাপচারণ।

যৌবন কোথায় থাকে? হৃদয় কোথায় থাকে? ফেরেশতার
পকেট থেকে লাফিয়ে পড়ে জিজ্ঞাসার শেষ সংকেত। সংকেতের
গভীরে, পাঁচশো ফুট গভীরে, তাঁর চেয়েও গভীরে, পৃথিবীরও অতীত,
পৃথিবী সমাপ্তিরও পরে– দীর্ঘকাল, কালেরও অসীম যৌবনের বয়স।

আসলেই কি যৌবনের বয়স আছে? হৃদয়ের? মানুষের? কালের?
মহাকালের? প্রতিটি আত্মার ভেতর দিয়ে কি যৌবন হাঁটতে পারে? প্রতিটি
যৌবনের ভেতর কি আত্মা বসবাস করতে পারে? সমুদ্রের তলদেশে?
জেট বিমানের ধোঁয়ার ভেতর? অনুর শরীরে?

সম্ভবত যৌবনই পারে। অন্ধকার পারে না। কেননা সূর্য ওঠার
মুহূর্তেই তার বয়স ফুরিয়ে যায়। নিঃশেষ হয়ে যায়।

রাত গভীর হলে অন্ধকার বিদীর্ণ করে প্রাচীন গোরস্তান থেকে
হঠাৎ যে আওয়াজ শোনা যায়– সে কার চিৎকার? কোন্ দরবেশ? কার
যৌবন? তাহলে কি যৌবন মরে না কখনো? হাজার বছর? লক্ষ বছর?
সহস্র কোটি বছর? তাহলে কি বেঁচে থাকে আত্মা? হৃদয় —অনন্তকাল?

কদম চেহারার– আসলে তার কোন চেহারাই নেই। ছায়াও নেই।
কেবল তাকে অনুভব করা যায় ঘুমের ভেতর। স্বপ্নের ভেতর। নিঃসীম অন্ধকারে
চোখ বন্ধ করে প্রচন্ড ঝড়ের সাঁ–সাঁ শব্দের ভেতর। এমনই একজন
সোবহে সাদেকের পূর্ব মুহূর্তে অদৃশ্য সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন পৃথিবীতে। হাঁটতে
হাঁটতে তিনি আকাশচুম্বি দু'টি বাহু নেড়ে এই উপকূল বাসীকে,
এই মহাদেশ বাসীকে একবার– মাত্র একবার যৌবনের পাঠ শেখাতে গিয়ে
চিৎকার করে বলেছিলেনঃ না, যৌবনের কোন বয়স নেই।

www.pathagar.com

জানি তার সে চিৎকরে দুলে ওঠে আগুনের পেন্ডুলাম।
প্রতিটি গ্রহ এবং নক্ষত্র থেকে ঝরে বজ্রের প্রস্রবণ। তার সে চিৎকারে

আকাশ দু'ভাগ হয়ে মাঝখানে দাঁড় করান যৌবনের ফূলকি এবং অভিজ্ঞ
ফেরেশতারা মানুষের হৃৎপিন্ড নিয়ে পুনরায় গবেষণায় মগ্ন হন। তবু
মানুষ- মানুষ কেমন বেখেয়াল- জিহ্বার মধ্যভাগে তার যৌবন লুকিয়ে
মোজার ভেতর বয়স রেখে এবং হ্যাঙ্গারে হৃদয় টাঙ্গিয়ে ককিয়ে
ওঠে সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর মতোঃ হৃদয়, হৃদয়—যৌবন কোথায় থাকে?

www.pathagar.com

বীজের জীবন

মৃত্যু ছাড়া পূর্ণ নয় বীজের জীবন

বৃক্ষ থেকে ঝরে পড়ে বয়স্ক শরীর
মৃত্তিকায় সমর্পিত
তারপর শুষে নিলে জীবনের ঘাম
তখনো কি বেঁচে থাকে অলীক হৃদয়

শুষ্ক ফল থেকে অসংখ্য প্রাণের উদ্‌গম
এভাবে জীবন থেকে আশ্চর্য মৃত্যুর দিকে
ক্রমাগত ঝরে ঝরে পড়া
আসা আর যাওয়া

মৃত্যু ছাড়া পূর্ণ নয় বীজের জীবন
বীজ তো মূলত মানুষ- শস্যের সুতীব্র শীষ

www.pathagar.com

হঠাৎ মধ্যরাতে

মধ্য রাতে হৃদয়ের ভেতর ক্রীম কালার টেলিফোন
ফোনের তারের ভেতর দিয়ে হেঁটে চলে উৎকর্ণ ফড়িং
ডায়ালের ভেতর ক্রমাগত ক্রিং ক্রিং
নম্বরহীন টেলিফোন কেবলই জীবন

ক্যালেন্ডারের পৃষ্ঠা নেমে আসে দেয়াল থেকে
পায়চারী করে আরশোলার সাথে
ঘুরতে ঘুরতে হারিয়ে যায় ক্যালেন্ডারের তারিখ
হারিয়ে যায় বাইকালার ছাপা দিন ও সাল
ক্যালেন্ডার হাত রাখে ফোনের ওপর
ক্রিং ক্রিং নম্বরহীন টেলিফোন কেবলই জীবন

তারের ভেতর দিয়ে নম্বরহীন ক্যালেন্ডার যায়
ক্যালেন্ডারের মতো জীবন যায়
স্বজন হারা অতৃপ্ত কংকালের চিৎকার যায়
কেবলই যায়, ক্রিং ক্রিং জীবন যায়

মধ্য রাতে হৃদয়ের ভেতর ক্রিম কালার টেলিফোন
ফোনের তারের ভেতর ক্যালেন্ডার
ক্যালেন্ডারের পৃষ্ঠা ঝরে ঝরে পড়ে
আরশোলা খুঁটে খায় দিন তারিখ সাল
উৎকর্ণ ফড়িং জানালার শার্শি ধরে চন্দ্র ডোবা দেখেঃ
আহা, পৃথিবীর ঘুম ভাঙ্গাবার জন্যে আজ আর কোন
প্রজাপতি নেই

হৃদয়ের ভেতর নম্বরহীন ক্রীম কালার টেলিফোন
ক্রিং ক্রিং
ভুল করে তবুও যেন কার হৃদয়ে
একটি ডায়াল টোন বাজে হঠাৎ মধ্যরাতে

www.pathagar.com

পৃথিবীর ভবিষ্যত

একদিন এ পৃথিবী বড় একা হয়ে যাবে
নিঃসঙ্গ পৃথিবী তখনো কি জেগে রবে অমরতা বুকে

গাঢ় অন্ধকারে দুলে ওঠে কান্নারত শতায়ুর দেহ

একদিন এ পৃথিবী বড় একা হয়ে যাবে
বাতাস মথিত করে ভেসে ওঠে নক্ষত্রের শিরা
নিভে যায় সন্তাপে জ্বলন্ত লাভা
একা হয়ে গেলে সোমত্ত পৃথিবী
কোথায় লুকোবে মুখ জোছনার হরিণ

কঠিন পাথর ফেটে উঠে আসে তরঙ্গিত ফেনা
ঝুলে থাকে শার্শিতে সূর্যের সুদীর্ঘ জিহ্বা
বিষণ্নের মোড়ক থেকে ছিটকে পড়ে ভাগ্যাহত শিশুঃ

একা হয়ে গেলে ভয়ার্ত পৃথিবী আশ্রয় নেবে কি আশ্চর্য শামুকের পেটে
কিংবা অদৃশ্য ছায়াপথ হেঁটে হেঁটে
নিঃশেষিত হবে কি যৌবনের বাড়ন্ত বয়স

একদিন এ পৃথিবী বড় একা হয়ে যাবে, ভীষণ একা

www.pathagar.com

যাতায়াত

প্রতিটি মানুষ আজ গন্তব্যহীন
স্বপ্নের চোরাবালিতে নিমজ্জমান

দ্রুত তলিয়ে যাবার মুহূর্তে
কঠিন ধমকে ভেঙ্গে যায়
পৃথিবীর স্বপ্নাতুর কাঁচের চিমনি
চিমনির প্রগাঢ় ধোঁয়ার ক্যানভাসে
এখন প্রতিটি মানুষের মুখাবয়ব
মোহান্ধ পৃথিবীর মতো ঝাপসা- আঁধার

আরও প্রগাঢ় হলে আঁধারের চোখ
আরো নিবিড় হলে আঁধারের ছায়া
দরজায় অকস্মাৎ কড়া নড়লে
হঠাৎ নেমে এলে দস্যুর দল
যেভাবে আতঙ্কিত হয় বণিক বহর
ঠিক তেমনি জ্বীনের বাদশার মতো
শক্ত করাঘাতের আওয়াজ শুনে
কে, কেঃ বলে দরজায় হাত রাখতেই
শব্দ ভেসে এলোঃ মানুষ, মানুষ

ভাবছি প্রতিটি মানুষই আজ গন্তব্যহীন
তবে এইমাত্র যার আওয়াজ শুনলাম- সে কে
এতো গাঢ় অন্ধকারে নিজের ছায়াও কেমন অস্পষ্ট
তবুও চলমান হৃৎপিন্ডে হাত রেখে বুঝলামঃ
জ্বীনের বাদশা নয়ঃ
যার আওয়াজ শুনেছি সে আমি
আমার আওয়াজই পদার্থের সকল স্তর ভেদ করে
দ্রুত গতিতে রহস্যের দ্বার উন্মোচনে সক্ষম
বুঝলাম- প্রকৃত অর্থে মানুষ ও তার শব্দপুঞ্জ
এখনো গন্তব্যহীন নয়
সুতরাং আমি আমার গন্তব্য সম্পর্কে নিশ্চিত জেনে
আপাতঃত অনুজ্জ্বল স্বপ্নহীন- স্বপ্নের ভেতর নিমজ্জিত হলাম

www.pathagar.com

দহন

ভস্ম হোক তামাটে সময় দুর্বিসহ মহাকাল
ভস্ম হোক নির্বীর্য প্রহর যন্ত্রণার কালনাগ।

কষ্টের কেশর থেকে ঝরে পড়ে আয়ুষ্মতী বৃষ্টি।
বৃষ্টি দীর্ঘতর হোক। পাষাণে পাষাণ ঘষে যদি
জ্বলে ওঠে আরণ্যক শিশু- তবে হয়তো সেদিন
অরণীর দাহ ভস্মে বেঁচে যাবে ক্ষয়িষ্ণু পৃথিবী।

বৃক্ষ তুমি পুড়ে পুড়ে ভস্ম হও। ভস্মের শরীর-
বাতাস দু'ভাগ করে দুর্দিনের বাজু ধরে হাঁটো।
হুতাশনে পুড়ে যাক দেহ মন গ্লানির বাকল।
কত আর ভস্ম হবে, কতটুকু জঠরে আগুন?

বৃক্ষ তুমি পুড়ে যাও; তারপর কঠিন পাথর।
পাথরে পাথর ঘষে তারপর জ্বালাও আগুন।
জীবন তো মুহূর্তের জ্বালাময়ী বীর্যের প্রতিম
মৃত্যুই সত্য কেবল, অনিঃশেষ কালের প্রতীক।।

www.pathagar.com

মানুষ নক্ষত্র এবং গাংচিল

রাত আরো গভীর হলে পৃথিবী নেমে আসে সংগোপনে।
জলসা ঘরে। কেবল তখনও একটি ঘর অন্ধকার।
নিঃসঙ্গ। কোন একদিন গ্রীবা নেড়ে ডেকেছিল সমুদ্র।
সে কি প্রেম নাকি ঘৃণা? তার হৃদয়ে এখন কার বসবাস?
কার যাতায়াত?
বহুদিন হলো গাঙচিল সমুদ্র তীর ছেড়ে
চলে গেছে নিরুদ্দেশে। বাচ্চার খোঁজে। মানুষ তো নিজেই
তার সন্তান হন্তারক। গাংচিলের খবর আর কে রাখে?
কিন্তু নক্ষত্রেরা রাখে। তারা নেমে আসে আসমান থেকে।
গভীর মমতায়। সমুদ্র তীরে। গাংচিলের খোঁজে তারা
এখনো সারাটি মওসুম কাটায় নির্ঘুম, চরে চরে, বনঝোপে।
মানুষের প্রতি সম্ভবত আর কারুরই সমবেদনা
নেই। মমত্ব নেই। গাঙচিলের খোঁজে নক্ষত্রেরা দরজায় টোকা
দেয়। মানুষের গন্ধ পেয়ে দ্রুত হারিয়ে যায়। ছড়িয়ে পড়ে
তাদের ঘৃণার পালক। আশ্চর্য! তবু তারা ভালো বাসতে
জানে। কিছু মমত্ব তাহলে ছিল নক্ষত্রের চোখে।
মমত্বের কথা কাল সকালে কোন মানুষ আর
ভাববে না। শুধু জানবে- গাংচিল কিংবা নক্ষত্র- মানুষের
চেয়ে অনেক বেশী সংবেদনশীল। মানুষেরা দেখবে- আরও
তীর্যক তীক্ষ্ণ ভালোবাসা নিয়ে মৃত্তিকা, বন এবং প্রকৃতিগত
সৌন্দর্য নিয়ে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এ পৃথিবী কেবল
ধাবমান-মানুষের জন্যে নয়; সমুদ্র নক্ষত্র বন এবং গাঙচিলের
জন্যে সে অপেক্ষায় প্রহর গুনছে।।

www.pathagar.com

দীর্ঘ বিরতির পর। সমুদ্রপাড় থেকে উঠে আসার সময় একবার তিনি ঊর্ধে তাকালেন। রাত তিনটে বত্রিশ মিনিট। সমুদ্রের জলরাশি পূর্ণ জোছনার সাথে মিলে মিশে রূপোলী মুদ্রা। পশ্চিম আকাশের দিকে দু'হাত তুলে তিনি অপেক্ষমান ফেরেশতার সাথে সালাম বিনিময় করলেন। তারপর আশ্চর্য সফেদ হাত বাড়িয়ে পরস্পর মোলাকাত করলেন।

লোকটি কুশলাদি বিনিময়ের পরিবর্তে ফেরেশতার ধবধবে আলখেল্লার দিকে তাকিয়ে বললেনঃ আল হামদুলিল্লাহ। নিশ্চয়ই মহান প্রভু মানবজাতিকে উচ্চ- পৃথক সম্মানে অধিষ্ঠিত করেছেন। ফেরেশতারা, আমাকে নয়; সমগ্র মানব জাতিকেই সম্মান দেখানো উচিত। ফেরেশতারা আর একবার মানবজাতির উদ্দেশ্যে উচ্চ কণ্ঠে সালাম বললেন।

লোকটি এবার দু'হাত তুলে বললেনঃ হে আশরাফুল মাখলুকাতের মালিক, মানুষের ওপর থেকে তুলে নাও তাবৎ অভিযোগ।

ঝুলন্ত রেশমী আচকান দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে ফেরেশতারা লোকটির পরিচয় জানতে চান। তিনি সমুদ্রের রূপোলী জলরাশির দিকে রহস্যময়ী দৃষ্টিতে তাকালেন। তারপর আকাশের দিকে। লোকটির চাহনীতে সমুদ্র এবং তার জলরাশি হাঁটতে হাঁটতে বিশাল ঈদগাহে জমায়েত হন। আসমান থেকে বিছানো গাঢ় সবুজ রঙের গেলাফে আবৃত সেই এক আশ্চর্য ভাসমান ময়দান।

লোকটি মেহরাব থেকে সুউচ্চ কণ্ঠে পাঠ করলেন ঐশীবাণী। তাঁর সে আওয়াজ পৃথিবীর দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করে ঢুকে গেল অলিন্দে অলিন্দে। ফেরেশতারা একমাত্র মগ্ন শ্রোতা।

ঠিক এ সময়ে একটা প্রচন্ড লু হাওয়ায় সমস্ত ময়দান কেঁপে কেঁপে উঠলো। গেলাফ ফাঁক হয়ে গেলে ফেরেশতারা আতংকিত হলেন। কেবল মানুষ- মানুষই পদার্থের স্তর ব্যূহ ভেদ করে মাথা উঁচু করে সোৎসাহে চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেনঃ

www.pathagar.com

বস্তুত যুদ্ধ মানে রক্ত। আর রক্তই একমাত্র ফয়সালা।

লোকটি মোনাজাতের মধ্যে কাঁদো স্বরে বললেনঃ হে আশরাফুল মাখলুকাতের মালিক। আমাদের বাহুতে শক্তি দাও। আমাদেরকে শৃংখলমুক্ত করো। তার প্রার্থনার ঝড়ে সমুদ্র দ্বিগুণ হলো। আকাশ বিশাল হলো। আর পৃথিবীর মানচিত্র উড়তে উড়তে অসীমের পাদদেশে লুটিয়ে পড়লো। যেখান থেকে দেখা যায় আর এক বিশ্ব। আর এক বিশাল মানচিত্র। সম্মানিত ফেরেশতারা চোখের জল ছেড়ে ডুকরে কেঁদে উঠে বললেনঃ আমীন, আমীন।

প্রার্থনা শেষ হলে একটি রহস্যময়ী রাতের আচ্ছাদনে ঢাকা পড়ে গেলেন তিনি এবং পৃথিবী বিচরণকারী আগন্তুক মানুষের কল্যাণকামী সেইসব ফেরেশতারা।।

www.pathagar.com

জীবন ও বৃক্ষ

গ্লাসে অনেক বেদনা
গ্লাসটি উপুড় করে দিন

বাতাসের পর্দা ফাঁক করে ওপরে উঠুন
আর একটু ওপরে
অদৃশ্য গোলকে দণ্ডায়মান এক আশ্চর্য বৃক্ষ
বৃক্ষের শেকড়-বাকলে অজস্র স্বপ্ন
বৃক্ষের প্রতিটি পাতা- সজীব জীবন

বৃক্ষটিকে নাড়া দিন
মানুষেরা স্বপ্ন পাবে
বৃক্ষকে স্পর্শ করুন
মানুষেরা অনন্ত যৌবন পাবে

জীবনেরা বড় ক্লান্ত কাঁচের বোতলে
বোতল ভেঙ্গে ফেলুন

গ্লাসে অনেক বেদনা
গ্লাসটি উপুড় করে দিন
বৃক্ষকে স্পর্শ করুন

স্বপ্নের পারদ থেকে মানুষ জেগে উঠুক
জেগে উঠুক জীবন বৃক্ষ এবং অনন্ত যৌবন

www.pathagar.com

অনন্তের ছায়াপথ

মৃত্যুর পর কোথায় যায় আত্মারা
মৃত্যুরা থামছে ধরে স্বপ্নের জিন
তারপর কেশর দুলিয়ে উঠোন পেরিয়ে
অরণ্য পেরিয়ে সমুদ্র পেরিয়ে হেঁটে চলে
প্রতিদিন কোথায় যায় আত্মারা

জনপদে সওয়ার হলে মৃত্যুরা
ভেড়ার পশম থেকে ঝরে পড়ে ভয়ের বৃষ্টি
তারপর খেলা কেবল
তারপর হাঁটা চলা
তারপর ঘুম ঘুম

আত্মারা ঝুলে থাকে অদৃশ্য বৃক্ষে
মৃত্যুরা জিভ ঘষে তারপর বাকল কাটে
বৃক্ষ কাটে তারপর আত্মা
আত্মা নিয়ে প্রতিদিন সে কি উল্লাস মৃত্যুর বাড়ি

সারাটি প্রহর
আত্মার উঠোনে মৃত্যুর পায়চারী
তারপর অশ্ব সওয়ার
তারপর গভীর রাতে হাঁক দেয় মৃত্যু প্রহরী
তারপর যেতে যেতে খুঁটে খায় আত্মার ফল

তারপর কোথায় যায় আত্মারা
কোথায় যায় মৃত্যুরা
সব শেষে কোথায় যাবে আত্মারা
কোথায় যাবে মৃত্যুরা
রাখাল বালক বোঝে না কিছুই

www.pathagar.com

অলীক কংকাল

প্রতিটি আবাস যেন একেকটি অমাবস্যা গোর
গোরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেন মহান কংকাল
কংকাল থেকে অসংখ্য ক্রীড়াবিদ অজগর

ঝিনুক ফেটে ছিটকে পড়ে বিস্ময়কর পুরুষ
তীর্যক বারুদে জ্বলে ওঠে গোপন আগ্নেয়গিরি

অবাক ঝরনা দিয়ে ঝরে পড়ে তেজদীপ্ত ধারা
অদৃশ্য বোগল থেকে খসে পড়ে নাক্ষত্রিক উল্কা
সাহসের জিন ধরে ছুটে চলে দুর্দান্ত যৌবন

দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে
প্রতিটি আবাস ছুঁয়ে হেঁটে যান অলীক কংকাল

www.pathagar.com

প্রাচীন শ্যাওলার মস্তক

তোমাকে লিখতে না পারার লজ্জা আমাকে আর পীড়া দেয় না।
ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্নই অবান্তর। কেননা জেনেছি, পুরুষের
যৌবন হিমালয় পর্বতকে পকেটে রেখে ভাটিয়ালির সুর
টেনে হেঁটে হেঁটে সমুদ্র পাড়ি দেয়। অশ্ববেগ যৌবনের
কাছে বিনম্র জোছনা কোনদিন প্রার্থিত হতে পারে না।

আমি জানি, একদিন যেখানে ছিল আমাদের
বসত ভিটে এবং দুধাল গাভীর যেখানে ছিল চারণ ভূমি
সেখানে আজ অস্ত্রের কারখানা। শত্রুদের ঘাঁটি। আর
কবরস্থানে বসেছে তাদের জলসা–বাজার।

সময় তো এমনই। তুষারাবর্তে ঢেকেছে নিয়ম। প্রকৃতির
চোখে মাকড়সার জাল। পাখির নীড়ে সরিসৃপের বাস।
দিনে দশবার পৃথিবী ধাবিত হয় আত্ম হননের দিকে।

একটি নিয়তির সাঁকোর মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে মহাকাল।
আমি অদূরেই। সাঁকোর নিচে কাঁদাজলে মাখামাখি করে
বেঁচে আছে প্রাচীন শ্যাওলার দল। কে বলেছে শ্যাওলার প্রাণ
নেই? বহু যুগ আগে বাস্তুহারা অসহায় মানুষেরা– তাদের
আত্মাগুলো ঐ শ্যাওলার মস্তকের ভেতর গচ্ছিত রেখে যাযাবরের
মতো পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আহা অশান্ত, অতৃপ্ত আত্মা।

ভরাট অন্ধকার ফেটে চকচক করে ওঠে মৎস্য শিকারীর
হাতের কোচ। শ্যাওলার আর্তনাদে জ্বীন এবং পশুরা সন্ত্রস্ত। কেবল
মানুষই শুনতে পায় না সে আওয়াজ। বৃক্ষরা শুনতে পায়। তারা
জানে, শ্যাওলার মস্তকের ভেতর রক্ষিত আত্মাগুলোই আগামী কালের
বিদ্রোহ। পৃথিবীর অন্তিম স্ফুলিঙ্গ।

ভাবছো, মৎস্য শিকারীর কোচে বিদ্ধ হবে আত্মাগুলি।
ভাবছো, বেদখল হয়ে যাবে ভিটে, কবরস্থান এবং গোচারণ ভূমি।
ভাবছো, এই অন্ধকার, এই সুউচ্চ পর্বত শৃঙ্গ এবং ঐ মৎস্য শিকারীই
পৃথিবীর সর্বশেষ প্রজন্ম! অনিবার্য নিয়তি!

কিন্তু, না। অন্ধকার বিদীর্ণ করার সাহস আমার আছে।
তুমি কেবল অপেক্ষায় থেকো।।

www.pathagar.com

ইতিহাসের বাড়ি

ঐ বাড়িটা অনেক প্রাচীন
ঐ বাড়িটা দাঁড়িয়ে একা, ভীষণ একা
ঐ বাড়িটা পাঁচশো আঁধার

ঐ বাড়িটা অনেক প্রাচীন প্রাচীন কুঁচ
কুঁচের ভেতর প্রাচীন মানুষ
ঐ বাড়িটা অনেক প্রাচীন
আরো প্রাচীন হাঁড়ি পাতিল
কাঠের খড়ম প্রাচীন পেরেক

ঐ বাড়িটা অনেক প্রাচীন
ঐ বাড়িটা লাটাই ঘুড়ি শূন্য বাতাস
ঐ বাড়িটা সন্ধ্যা সন্ধ্যা
ঐ বাড়িটা অনেক প্রাচীন
ডাবের ভেতর পাঁচটি ছায়া দুইটি ঘুড়ি
ঐ বাড়িটা বয়স ছাড়া স্বপ্ন ভাসা রঙিন চুড়ি

www.pathagar.com

দুর্বিনীত হরিণের শিং

পায়ের কাছেই হাঁটু ভেঙে বসে আছে ঝড়
মাথার শিথানে দাউ দাউ জ্বলন্ত আগুন
ভেন্টিলিটারে ঝুলন্ত মানুষের গলিত শরীর
এসব নির্মম খবর শুনেও এক আশ্চর্য পারদে
জ্বলতে থাকে নির্মোহ সময়ের বৃদ্ধ অর্বাচীন

হাতের তালুতে সুস্পষ্ট ভাঙনের রেখা
মৌসুম ফুরালে শেষ মানবিক দ্যুতি
এমন দুঃস্বপ্নে দীর্ঘতর হলে রাত
সূর্য ম্লান হেসে দূরে চলে যায়
সমুদ্র পেছনে হাঁটে
বসন্ত ফিরে যায়
কেবল তখনো জেগে থাকে কোনো এক ক্রোধের ধিক্কারঃ
চারদিক দুর্বিসহ কি এক ক্ষতের চিহ্ন
তবু বাতাসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রয়েছে
শাল বৃক্ষের মতো বিশাল
দুর্বিনীত হরিণের শিং

www.pathagar.com

খসড়ার প্রতিবিম্ব

নক্ষত্রপুঞ্জ পেরিয়ে মেঘালয় থেকে দমকা বাতাসে ছিটকে পড়া
বৃক্ষের কান্ডের মতো তোমার আওয়াজ এখন দৃশ্যমান বজ্রের প্রস্রবণ।

মৌসুমের হাতে এখন অসমাপ্ত কবিতার খসড়া। খসড়ার পাতলুনে
প্রতিবাদের ভোনা খিচুড়ি। কবিতার শরীরে যুদ্ধের মেশকী সুবাস।
টগবগিয়ে বলক তুলছে সমরাস্ত্রের উপমা। পাতিলে অর্ধসিদ্ধ
তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুস্বাদু ছালুন।
পাশে দন্ডায়মান অসহায় বিমর্ষ রাত। পিপাসার পানি। বাসি খাবারের
বিকট গন্ধ। এ সবই আজ অস্পৃশ্য। গ্রাহ্যের অতীত।
এমন কি বামপাশে শায়িতা হালাল শরীর।

দুর্বিনীত সময়ের শিঙে ঝুলে আছে অনাগত ভবিষ্যত। সরবিদ্ধ স্বপ্নের হরিণ।
তীব্র বাতাসের গন্ধ নিয়ে উড়ে যাচ্ছে আশ্চর্য হরিয়াল। উড়ে যাচ্ছে
ফসলের ক্ষেত। খাদ্যের গুদাম। কারখানার ভোজ্য পণ্য। দিনান্তের আহার।
কবিতা শুদ্ধ হলে সময় দ্বিখন্ডিত হবে।
কবিতা থেকে জন্ম নেবে অলৌকিক বৃক্ষ। বৃক্ষের প্রতিটি শাখায়
বিকশিত হবে যৌবনের সবুজ পল্লব। বৃক্ষকে স্পর্শ করলেই টুপটাপ
ঝরে পড়বে তেজদীপ্ত সাহস।
কবিতা শুদ্ধ হলে সময় দ্বিখন্ডিত হবে।
তারপর বহমান সমুদ্র। জাফরানী মহাকাল। গগনবিদারী সোনালী
গম্বুজ। উন্মুক্ত হাওয়া। প্রভাতের সীমানাহীন আলোক প্রসূন।

বৃষ্টির পেখম বেয়ে ঝরে যাচ্ছে দুঃসংবাদ। মড়ক মহামারী। ধ্বংসের
সুতীব্র চিৎকার। ঝড়ের আস্ফালনে কাত হয়ে পড়ে আছে সময়ের শালবৃক্ষ।

ভেঙ্গে গেছে সূর্যের ডান বাহু এবং জোছনার বেড়ে ওঠা কান্ড। চলমান
মেঘের আড়ালে বিরুদ্ধ শিবির। অশ্বের হ্রেষা ধ্বনিতে পর্বত প্রকম্পিত।
লু হাওয়ায় পাক খেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে ঈর্ষার আগুন।
তবুও গ্রহের তাঁবুতে জ্যোতির্ময়ী হৃৎপিন্ড। পবিত্র পৃষ্ঠার ভেতর অসম্ভব
অমিত তেজ। বাতাসের বিরুদ্ধে অগ্নি প্রবাহ। তরঙ্গিত সমুদ্র লেজ
নেড়ে অলৌকিক শব্দপুঞ্জকে স্বাগত জানাচ্ছেঃ

www.pathagar.com

কবিতা শুদ্ধ হলে সময় দ্বিখণ্ডিত হবে। তারপর প্রভাতের সীমানাহীন আলোক প্রসূন।

তোমার আওয়াজ এখন নিদ্রাহীন রাতের বুকে শব্দহীন ছায়ার প্রতীক।
তোমার আওয়াজ এখন শূন্য চায়ের কাঁপে নিস্তরঙ্গ অসীম শূন্যতা।
কেবল ধিক্কার ও গ্লানির আস্তরণ ফাঁক করে ভেসে যাচ্ছে
সমুদ্রগামী সৌখিন পাখিঃ

মৌসুমের হাতে এখন অসমাপ্ত কবিতার খসড়া। খসড়ার বর্ণগুলো
উত্তর প্রজন্ম। অলৌকিক যৌবন। মহাকাল- কালজয়ী শালবৃক্ষ।
প্রতিপক্ষে বিরুদ্ধ শিবির। ঈর্ষার আগুন। অসমাপ্ত খসড়া ফেলে
এখন তো যাওয়া চলে না।
কবিতা শুদ্ধ হলে সময় দ্বিখণ্ডিত হবে।
সূতরাং তোমার আওয়াজ আরও দীর্ঘতর হোক। আরও কিছুটা প্রলম্বিত

www.pathagar.com

মহা শূন্যের বারান্দা

সেই এক অদৃশ্য সিঁড়ি বেয়ে হাজার কিলো পথ নিচে নেমে গেছি
সেখানে ঝুলন্ত এক সাঁকো
তার নিচে নদী নেই সমুদ্র নেই স্থল নেই পাহাড় নেই
তার ওপরে কোন ছাদ নেই আকাশ নেই মেঘ নেই রোদ নেই
সিঁড়ির দু'পাশে কোন অরণ্য নেই মহাদেশ নেই
তবুও কেউ যেন ডেকেছিল
কার আওয়াজে যেন সিঁড়ি হয়েছিল
সেই সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেছি
এখন পায়ের নিচে সিঁড়িও নেই
মহা শূন্যের বারান্দায় প্রাতঃভ্রমণের মতো পায়চারি করছি
হে অদৃশ্র আওয়াজের মালিক
তুমি যেই হও না কেন
হও না কেন কোন অশরীরি, অস্তিত্বহীন
জিঘাংসার পর্বত শৃঙ্গ নড়ে ওঠার আগেই তাবৎ আচ্ছাদন ফেড়ে
আমি তোমাকে আবিষ্কার করবো এবং
তোমার জিহবার অগ্রভাগ কেড়ে নেবো
সমস্ত নৈঃশব্দ চিরে যেখানে কেবল উচ্চারিত হবে
আমার নামঃ
মানুষ

www.pathagar.com

এই সমতট সমুদ্র বিলাস

এই সমতট সমুদ্র বিলাস একদিন ছিল মানুষের হাতে
মানুষের ভবিষ্যৎ ছিল– উপকূল নদী গভীর অরণ্য
মানুষের স্বপ্ন ছিল– পাথর বরফ ফুঁড়ে বৃক্ষ রোপণ

এখন মানুষ অর্থ– অনড় পাথর
পাথর ফেটে ছিটকে পড়া আতীব্র তুষার

এখন আয়না অর্থ– বিকৃত চেহারা
এখন পকেট অর্থ– অসম্ভব অন্ধকার
এখন জীবন অর্থ– পুঞ্জিভূত দীর্ঘশ্বাস

মানুষের হাতে উঠে এলে সমুদ্র বিলাস
জলের তরঙ্গ হবে অমর সঙ্গীত

এখন মানুষ অর্থ– অনড় পাথর
পাথর ফেটে ছিটকে পড়া আতীব্র তুষার
এখন মানুষ অর্থ– ভাঙ্গা এসরাজ

একদিন মানুষের স্বপ্ন ছিল পাথর বরফ ফুঁড়ে বৃক্ষ রোপণ
একদিন মানুষের হাতে ছিল এই সমতট সমুদ্র বিলাস

এখন মানুষ অর্থ– দীর্ঘশ্বাস, অসম্ভব অন্ধকার

www.pathagar.com

ঘুমিয়ে পড়েছে রাত

ঘুমিয়ে পড়েছে রাত
কেঁদো না যৌবন
পৃথিবীর অমঙ্গল হবে

কাছিমের পেটে বিপন্ন মানুষ
পাতিলে উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস
চামচ থেকে ছলকে পড়ে সজীব রক্ত
তবুও মেঝেতে
ঘুমিয়ে পড়েছে

ঘুমিয়ে পড়েছে রাত
কেঁদো না যৌবন
পৃথিবীর অমঙ্গল হবে

www.pathagar.com

স্বপ্নের সড়কে

এই সড়কগুলো এঁকে বেঁকে নেমে গেছে বঙ্গোপসাগরে

এই সড়কগুলো কল্লোলিত ঝরনার গান প্রপিতার কাঠের খড়ম
গড়গড়ায় স্বাদুতামাকের মৌ মৌ ধোঁয়ার কুন্ডলী
নববধূর রঙিন পালকি ভাটিয়ালী সুরের মূর্ছনা
ঢেউ ভেঙ্গে ছুটে চলা কাঠ বোঝাই গুণটানা গহনা নৌকা
এই সড়কগুলো লাটাই ঘুড়ি ঝমাঝম বৃষ্টি বসন্তের মাতাল হাওয়া

এই সড়কগুলো জোতদার মহাজন বৃটিশ বেনিয়া চাবুকের কষাঘাত
এই সড়কগুলো মৃত্যু ব্যাধি ক্ষুধার দানব ক্রীতদাসের দগদগে ক্ষত

এই সড়কগুলো ঈসা খাঁ বখতিয়ার শরিয়াতুল্লাহর বাঁশের কেল্লা
এই সড়কগুলো শায়েস্তা খাঁ নবাব সিরাজুদ্দৌলা
অশ্বের খুরধ্বনি কামান গোলা ধনুকের টংকার
এই সড়কগুলো এঁকে বেঁকে নেমে গেছে বঙ্গোপসাগরে

এই সড়কগুলো বঙ্গোপসাগর সাগরের তুফান
তুফান ভেঙ্গে ছুটে চলা দুরন্ত হাঙ্গর
হাতীর দাঁতের তীক্ষ্ণ শাণিত তলোয়ার
গভীর অরণ্য থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া আদিম সাহস
এই সড়কগুলো রক্ত ঘাম দাঙ্গা যুদ্ধ দ্রোহের আগুন
এই সড়কগুলো নির্ভীক চিরকাল রোদনহীন-
দেশ মহাদেশ কাল মহাকাল অগ্নিপুরুষ

এই সড়কগুলো পাথর আগুন তাম্রলিপি কঠিন শৃঙ্গ
এই সড়কগুলো শহীদ গাজী মানুষ মৃত্তিকা অসম্ভব যৌবন
এই সড়কগুলো যুদ্ধাক্রান্ত তবুও বারবার অজেয় পর্বত

এই সড়কগুলো নদী সমুদ্র ঝরনার কল্লোলিত স্বপ্নের সঙ্গীত
এই সড়কগুলো এঁকে বেঁকে নেমে গেছে বঙ্গোপসাগরে

www.pathagar.com

বিম্বিত প্রতিভাস

মানুষের চোখ থেকে উড়ে আসা ভাসমান ভালোবাসা
সে এক প্রাচীনতম দীর্ঘ ইতিহাস
সামুদ্রিক ক্যানভাসে আঁকা প্রকৃতির অমর পোট্রেট
মানচিত্রের কারুকাজ
মানুষ অর্থ– বাদামী তিল থেকে ছিটকে পড়া
অসম্ভব সম্মোহনী আহবান

শাদা পৃষ্ঠা অর্থ– মানুষের উজ্জ্বল হৃদয়
হৃদয়ের অসংখ্য কবুতর, শাদা পালকের ছড়াছড়ি
পালকের ভেতর তোমার উপমা, চিত্র কল্পের মহান দ্যুতি
শাদা পৃষ্ঠা অর্থ– আতীব্র স্বপ্নের প্রতীক

স্বপ্নের ভেতর তুমি আছো
তুমি অর্থ– মানুষের কার্বন পেপার
তুমি অর্থ– ফটোস্ট্যাট মেশিন, টাইপ রাইটার
তুমি রূপান্তরিত হচ্ছো মানুষের ভেতর, মানুষ মানচিত্রে
মানচিত্র মহাবিশ্বের একক প্রতিকৃতি

শাদা পৃষ্ঠা অর্থ– তুমি, অসংখ্য ভাসমান আত্মা হৃদয় কবুতর
শাদা পৃষ্ঠা অর্থ– মানুষ মানচিত্র ভাষা এবং
একটি অখন্ড ভালোবাসার বিম্বিত প্রতিভাস

www.pathagar.com

অচেনা আর্তস্বর

একটিও জানালা নেই দরোজা নেই সারা রাত সারা দিন
এঘর ও ঘর তারপর লাইটপোস্ট গভীর ম্যানহোল
তারপর সমুদ্রের গভীরে জলের পেখমে বাতাসের ওড়নায়
অসম্পূর্ণ মানুষ এক বিকলাঙ্গ ভাসমান মেঘ বেয়ে অদৃশ্য
গোলকে কায়াহীন অসংখ্য গোলক তার বুকে পাঁচটি পৃথিবী
ষাট কোটি মানুষ অসম্পূর্ণ বিকলাঙ্গ খাদ্যহীন বস্ত্রহীন
নক্ষত্রের পিঠে পাথরের চাষাবাদ পাথরের ফুল পাথরের পাখি
সবুজ হীন অরণ্য অরণ্যের ভেতর ডোরাকাটা সৌখিন হরিণ
ভরা বসন্তে নির্জন দুপুরে জোছনার উদোম শরীরে একান্ত পাহাড়ে
জলশূন্য যে ভূমি তাকে কেনো জলাভূমি বলা এসব অলীক প্রশ্ন
সত্য কেবল স্নানরত একজন অসম্পূর্ণ বিকলাঙ্গ মানবী আর
তার অশরীরি দেহ থেকে কেশ থেকে টুপটাপ ঝরে পড়া
জলের ফোঁটা আতীব্র হুংকার হুংকারের ভেতর থেকে একদিন
আরশোলা হাঁটতে হাঁটতে ইতিহাসের বুকে আশ্রয় নিয়ে তারপর
প্রগাঢ় ঘুমে সহস্র বছর প্লাস্টারহীন পড়ো দালানের পেটে
গভীর রাতে অন্ধকার ফেটে গমগম করে ওঠে ইটের হৃদয়
হৃদয়ের ভেতর আছড়ে পড়ে পৃথিবীর জমাটবদ্ধ কান্নার ঢেউ
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে যাওয়া অসম্পূর্ণ বিকলাঙ্গ মানুষের আত্মা
আহা পৃথিবী তোমার মতো একাকী নিঃসঙ্গ অসম্পূর্ণ মানুষ এক
বাতাসের আড়ালে দাঁড়িয়ে কাঁদে কেবলই কাঁদে আর মানুষের
জন্মের ইতিহাসের প্রতি বারবার ধিককার এবং অভিসম্পাত
ঝরায় কেন পৃথিবীতে একটিও জানালা দরোজা নেই কেন

www.pathagar.com

প্রজন্ম এবং লাশ

ব্যক্তিগত উচ্চারণযোগ্য শব্দগুলো কুন্ডলী পাকিয়ে
বারুদ বিশ্বাসে বেলুনের মতো শূন্যে উড়িয়ে দাও
তাহলে বিষয় হতে পারে
নির্মিয়মান পৃথিবীর বাসযোগ্য জনপদ

খাটিয়াতে যে লাশ গোরস্তানমুখি
তিনিও ঘুরে দাঁড়ান
মুখ ফেরান স্বপ্নাতুর প্রভাতের দিকে

আমাদের শব্দপুঞ্জে লাশটির চোখের দীপ্তি কি
ফিরে আসতে পারে
একটি জাফরানী প্রভাত

তা না পারুক
তবুও আগামীর লাশগুলি
যেন সন্ত্রস্ত হৃদয়ে গোরস্তানমুখি না হন-
অন্তত এই প্রত্যয়টুকু লাশটি পৃথিবী থেকে
নিয়ে যেতে চান
তাকে বল্লামঃ
হে সম্মানিত লাশ
গভীর রাতে আপনি মাঝে মাঝে এসে
আপনার ইচ্ছের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যাবেন

www.pathagar.com

পাথর হাঁটছে

বিষণ্ণের বোতলে অসহায় পৃথিবী
ক্রন্দনরত বৃষ্টিমুখর রাত
কুন্ডলী পাকানো বাতাসের সাঁ সাঁ শব্দের ভেতর
আশ্চর্য কোরাসঃ

প্রজ্বলিত অগ্নিপিন্ডকে উপহাস করে এমন সাধ্য কার

ঈষাণ কোণে প্রতিবাদী সোলেমানী পাথর
চলমান পাথরের বুকে অসম্ভব যৌবন
পায়ের পাতার নিচে অবিশ্বাস্য অন্ধকার
মাথার ওপর কাকের বিভৎস পালক
শকুনের চিৎকার
তবুও পাথর হাঁটছে
হাঁটতে হাঁটতে এশিয়ার পূর্ব গোলার্ধে

পাথর হাঁটছে
পাথরের বুকে অলৌকিক যৌবন
হাতের আঙ্গুলে মানচিত্রের কারুকাজ
পাথর ঘর্ষণে জ্বলে ওঠে সুপ্ত আগ্নেয়গিরি
জ্বলে ওঠে লাভার ফুসফুস
অদৃশ্য গোলক বেয়ে হাঁটছে পাথর
রহস্যের আড়াল থেকে ফেরেশতারা পাঠায় সালাম

পাথর হাঁটছে
যতদূর পাথর যায় ততদূর দুরন্ত যৌবন
যতদূর যৌবন যায় ততদূর দ্যুতিময়
দুগ্ধবতী গাভীর ওলান
কলাবতী ঢেউয়ের উৎসব

www.pathagar.com

যতদূর পাথর যায় ততদূর অমর ভাস্কর্য
ভাস্কর্য ঝরনা হয় ঝরনা নিসর্গের নারী
পুলকিত শিহরণে দুলে ওঠে অচেনা বন্দর
অনাবৃত গুহার ভেতর শির শির হাওয়া
মাতাল বাতাসে পাক খায় গহন ঝিনুক

পাথর হাঁটছে
পাথর সম্মুখে পর্বত শৃঙ্গ
শৃঙ্গের জিহবায় ধ্বংসের ঘন্টাধ্বনি
চারদিক হতাশার ধূলি
পাতাল থেকে লাফিয়ে পড়ে উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস
মাতৃগর্ভে নির্জীব শুক্রকীট
আগত শিশুর শংকিত চিৎকারঃ

অভিশপ্ত পৃথিবীতে যাবো না আমি

সাহসী বারুদজলে মুখ ধুয়ে
সামনে দাঁড়ায় তীব্র পাথর
পাথর ঘর্ষণে খুলে যায় পর্বতের গুহা
রেকাব উপচে পড়ে দ্রোহের আগুন
ঝড়োকায় উড়ে যায় কঠিন ধমকঃ

সাহসের জিন ধরে
উল্কার মতো বেরিয়ে এসো পাথর সন্তান

মাতৃগর্ভে শংকিত শিশু
পিপাসায় চেটে খায় চাপ চাপ রক্ত লালা
জঠরের খুটি ধরে কেঁদে ওঠে কোমল হৃদয়ঃ

অভিশপ্ত পৃথিবী তো ভয়ের কারাগার

www.pathagar.com

পাথর ভেদ করে উঠে আসে ক্রোধের ধিক্কারঃ

সাহসের জিন ধরে লাফিয়ে পড়ো শ্বাপদ শিশু
প্রজ্বলিত অগ্নিপিন্ডকে উপহাস করে এমন সাধ্য কার

ধিক্কারে শিউরে ওঠে রোমশ গুহা
দু'দিকে সরে দাঁড়ায় পাললিক শিলা
চিৎ হয়ে প্রতীক্ষায় প্রহর গোনে অবসন্ন কাতর নদী
রক্তের তরঙ্গ বেয়ে
সাঁতরে সাঁতরে কূলে উঠে আসে পাথর শিশু

পাথর কাঁদে না কখনো

পাথর হাঁটছে
পাথরের বুকে অলৌকিক সাহস
যৌবনের নিঃশ্বাসে বহমান সুদীর্ঘ চুম্বন
চুম্বন নিঃশেষ হলে পৃথিবীতে থাকে না কিছুই

পাথর হাঁটছে
বিষণ্ণের বোতল ভেঙ্গে
অন্ধকারের লাগাম ছিঁড়ে
প্রাচীর পর্বত সমুদ্র ডিঙ্গিয়ে পাথর হাঁটছে
পাথরের বুকে অসম্ভব যৌবন

পাথর হাঁটছে
পাথরের সাথে সাথে যৌবন হাঁটছে
ক্রন্দনহীন জোছনা প্লাবিত রাতে
অলৌকিক পাথর থেকে ভেসে যাচ্ছে আশ্চর্য কোরাসঃ

প্রজ্বলিত অগ্নিপিন্ডকে উপহাস করে এমন সাধ্য কার
কার
        কার
                কার

www.pathagar.com

জন্মান্তর

পাতার শরীরে তুমি
পাতার শরীরে ঢাকা চন্দ্র–সাঁকো
সাঁকো বেয়ে পার হয় রাত্রব্যাপী অচীন মানব

জলপরী স্বপ্ন দ্যাখে জলের ফোঁটায়
পংখিরাজে রাজকুমার দুলকি চালে–টালমাটাল
না চেনে সাঁকো সে– অবোধ বালক

পাতার শরীর থেকে নেমে এলে তুমি
ঝরে পড়ে একে একে প্লাস্টিক কভার
দুরন্ত বালক ছোটে আলগা গুহায়
পংখিরাজে রাজকুমার দুলকি চালে
টালমাটাল রাত্রব্যাপী চন্দ্র–সাঁকো

পংখিরাজে রাজকুমার দুলকি চালে– টালমাটাল
রাত্রব্যাপী
তারপর
সাঁকো চেনে গুহা চেনে
তারপর
ঘুম যায় দিনভর মোমের ছড়ি

পাতার শরীরে তুমি
পাতার আড়ালে চন্দ্র–সাঁকো কোমল কুটির
রাজকুমার সাঁকো চেনে গুহা চেনে
রাত্রব্যাপী
তারপর
দিবালোকে হয়ে যায় বংশীবাদক, কলের মানব

www.pathagar.com

পালক ছাড়ার সময়

এই মধ্য রাতে ঝরে পড়ে শীতল হাওয়া
তন্দ্রাহীন বিছানায় জেগে থাকে শাদা কবুতর
এই রাত –কোন এক পালকহীন জোছনার শরীর

নামহীন গন্ধহীন কোন এক জোছনা
পালকহীনে নেমেছে বৈরাগ্য পৃথিবীতে
পৃথিবী দেখেছে তার ক্ষুধাতুর চোখেঃ
পালকহীন জোছনা কী মোহময়

তন্দ্রাহীন বিছানায় জেগে আছে কবুতর
টুপটাপ ঝরে পড়ে শীতল হাওয়া
ঝরে ঝরে ঝরনা হয়
ঝরে ঝরে নদী হয়
নদী থেকে উন্মত্ত ঢেউ

সমুদ্রের বুকে ভাসমান নাবিক
অনন্ত বিস্ময়ে দেখে–
পৃথিবী পালক ছেড়ে সমুদ্রের কাঁচ–জ্বলা পানিতে
দাঁড়িয়ে একা

কবুতর জোছনা এবং পৃথিবী
এই মধ্য রাতে
এই তন্দ্রাহীন বিছানায় নাবিকের চোখে
সান্ধ্য প্রদীপের মতো জেগে থাকা
এক টুকরো স্বপ্নের মিছিল
সহসা মিছিলে জেগে ওঠা খোলস ছাড়ানো আমার
আমগ্ন উচ্চারিত যৌবনের প্রিয় নাম–
'মানুষ'– এবং এক ফালি জ্বলন্ত 'বিপ্লব'

www.pathagar.com

মৃদুল তুফান

দীর্ঘ নীরবতা ভেঙ্গে ফিরে দাঁড়ায় বিষণ্ন ঝড়
টান টান রগের শিরায় নড়ে চড়ে বসে প্রখর সময়

সিল্কের পর্দার মতো ঝুলে আছে আধেক জোছনা
রাতের শরীর থেকে খসে পড়ে পিঙ্গল বসন
বৃষ্টির সম্ভাবনায়
রক্তের নদীতে লাফায় মাছের পোনা

চাপ চাপ বৃষ্টি পেলে রাত হবে পূর্ণ নারী
জোনাকিরা নিমগ্ন পাঠক
করাত কলের মতো একটানা সারারাত
সারারাত ভেজা ভেজা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত

বৃষ্টির প্রবল প্রার্থনায়
হাঁটু গেড়ে বসে আছে দীর্ঘ প্রতীক্ষায় নিপুণ কৃষক
চাপ চাপ বৃষ্টি পেলে রাত হবে পূর্ণ নারী
তারপর করাত কলের মতো সারারাত
সারারাত ভেজা ভেজা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত
ঢেউ ঢেউ মৃদুল তুফান

www.pathagar.com

সময়

এই কি তোমার নাম- বেদনা
ফুস ফুস বেয়ে নামে, ধীরে নামে সন্তর্পণে
নাভির নিম্নভাগে, অবশেষে
ফুলে ওঠে ফুসে ওঠে প্রচণ্ড আক্রোশে
ইথারে ইথারে ভেসে যায় চিৎকার-
এই কি তোমার নাম বেদনা
উৎকণ্ঠা উলকি আঁকে
হৃদয়ের তন্ত্রী কাঁপে
কাঁপে থর থর, দিনভর
জীবনের ভাঁজে ভাঁজে একোন্ শব্দ বাজে
শুকিয়ে যায় কুপির সলিতা
জীবন জীবন বলে আজ
এই ভরা সাঁঝ
ডেকে ডেকে ফিরে গেছে
রেখে গেছে ঝুলিকাঁথা অঢেল ঘৃণা
এই কি তোমার নাম- বেদনা
কতটা সময় গেছে, বেড়ে গেছে বেলা
সায়াহ্ন সিঁথানে ঝোলে নিরস মৃত্যুর ফিতা
শুকিয়ে যায় কুপির সলিতা
মৃত্যু নিয়ে কে কবে করেছে খেলা
কেটে যায় কাল বেলা
কতটা রয়েছে পথ, কত কিছু রয়ে গেছে বাকী
ছলো ছলো আঁখি
গোধূলি সময়ে নড়ে, চেতনার নড়ে পাতা
সায়াহ্ন সিঁথানে ঝোলে নিরস মৃত্যুর ফিতা
এক দুই করে ঝরে যায় পাতা
ঝরে বার বার
এই কি তোমার নাম- বেদনা

www.pathagar.com

ভিজে মাটির ঘ্রাণ

পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে
বোগলে তার জমাট অন্ধকার

অন্ধকার ভেদ করে
নেমে আসেন উজ্জ্বল ইতিহাসসম দীর্ঘ পুরুষ
তার আগমনে ভারী হয় পৃথিবীর ওলান
সমুদ্র লাফিয়ে ওঠে
বারুদ ফেটে জেগে ওঠেন বিপ্লবী

অকস্মাৎ ফেটে যায় সমুদ্র ঝিনুক

পাখির পালক থেকে খসে পড়ে সাহসের বৃষ্টিঃ
ওরা শহীদ নয়
পেঁজা তুলোর মতো শুভ্র মেঘের পারদ
ওরা অদৃশ্য গোলকে ভাসমান বাতাসের হাঁস

তীর্যক চঞ্চু থেকে ঝরে পড়ে আশার বরফঃ
পৃথিবী শীতল হবে

ভিজে মাটির কোমল ঘ্রাণে বেড়ে ওঠে বীজের জীবন

www.pathagar.com

পিতামহের চেয়ার

এ চেয়ারখানা মূলত শূন্যেই ছিল।
ভাসমান নক্ষত্রের উপশিরা থেকে
বিচ্ছিন্ন হয়ে মেঘের নলকূপ বেয়ে
ঝরতে ঝরতে একদিন সমুদ্রের
নীলাভ তরঙ্গে আছড়ে পড়লো। তারপর
শূন্যে, অদৃশ্যে, অলক্ষ্যে গোলকহীন।
এ চেয়ারখানা মূলত শূন্যেই ছিল।
এ চেয়ারখানা মূলত টর্নেডো ছিল।
তারও অনেক পূর্বে মূলত মানুষ ছিল।
সময় নির্মোহ হলে তারপর একদিন
এ চেয়ার অদৃশ্য হলো অন্তিম গোলার্ধে।
তারপর মানুষ হলো।
তারপর অরণ্য হলো।
তারপর সমুদ্র হলো।
তারপর একদিন পৃথিবী থেকে দূরে।
এ চেয়ার একদিন মূলত পৃথিবী ছিল।
চেয়ার অদৃশ্য হলে মানুষ অরণ্যে গেল
সমুদ্রে গেল পাহাড়ে গেল
উদভ্রান্ত নক্ষত্রের বাহু থেকে মুক্ত হলো
সতেরো জোছনা
তারপর খণ্ডিত হলে চেয়ার
যুদ্ধ এলো, মহামারী এলো
মানুষ বিপন্ন হলো অরণ্য বিলীন হলো
সমুদ্র তরঙ্গহীন হলো।
এ চেয়ারখানা মূলত মানুষ ছিল।
অরণ্য ছিল। সমুদ্র ছিল।
এ চেয়ারখানায় আমার কথা লেখা ছিল।
তারও পূর্বে এ চেয়ারখানায়–
পিতামহের এবং পৃথিবীর ইতিহাস ছিল।।

www.pathagar.com

নিদ্রামগ্ন পংক্তি

নিদ্রার কাফন ছেড়ে উঠে এসো রাত
পৃথিবীর হাড় থেকে ছিটকে পড়ুক উত্তপ্ত শিশির

মানুষ তো ভুলে গেছে ছায়ার সংলাপ
থেমে গেছে টুংটাং মানবিক সারগাম
নিদ্রার কাফন ছেড়ে উঠে এসো রাত
নিরালোক গহবরে সভ্য হোক ক্ষুধিত পাষাণ

নিদ্রার বাঁধন ছিঁড়ে উঠে এসো রাত
নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে হামাগুড়ি দিয়ে
নেমে এসো তপ্ত পিঠ বেয়ে সন্তর্পণে
জনপদে স্পন্দিত শস্যের ক্ষেতে
গভীর বনারণ্যের সুদীর্ঘ সীমায়

বেদনার ঝাঁপ ফেলে উঠে এসো রাত
সুন্দর আঁধারে সভ্য হোক বিমর্ষ পৃথিবী

www.pathagar.com

কণ্ঠতালু

কণ্ঠতালু ঘেমে ঘেমে অবিরাম বৃষ্টি
হলুদ বৃষ্টিতে যায়– উড়ে যায় সবুজ চিরণি
জীবনের চুলগুলো বড় এলো মেলো
বৃষ্টিরা হয়েছে আজ বিউটি পার্লার
কণ্ঠতালু ঘেমে ঘেমে সাতটি সরব নদী
নদীর চিতল আজ নিপুণ মাঝি
গোলাপের থরে থরে খোড়ল গহ্বরে
বেঁধেছে সুখের নীড় চতুর শকুন

কণ্ঠতালু বেয়ে বেয়ে উড়ে যায় ধূমল কসমেটিক
ঝিনুকেরা মুখ দেখে সিরামিক, কাঁসার বাটিতে
আঙুলের কান্ড বেয়ে আনত লতায়
জিভ ঘষে মৃত্যুদূত অদৃশ্য উঠোনে

সারাদিন জীবনেরা ক্লিনিক চত্বরে
সারাদিন কণ্ঠতালু পথে ঘাটে
অবশেষে অচেনা বন্দরে

www.pathagar.com

মৃত্যুর দিকে

জীবনের মতো ভালবেসে মৃত্যু
পার হতে হয় সময়ের সাঁকো

মৃত্যু কি সন্ধ্যার রং
কিম্বা জীবনের মতো
তমসিত বাতাসের ঘোড়া

তবুও জীবন-
ভালবাসি মৃত্যুর মতো
ভালবেসে ক্রমাগত হেঁটে যাই
জীবন থেকে মৃত্যুর দিকে

www.pathagar.com

বিরল বাতাসের টানে

একটি বৃক্ষের কান্ড থেকে আর একটি বৃক্ষের জন্ম হলে
অবাক পাখিরা এই অরণ্যের সৌখিন বাসিন্দা হবে
অথচ পৃথিবীর সম্মানিত বন বিড়াল বিপর্যস্ত সময়ের শিঙে
ঝুলতে ঝুলতে আরব্য রজনীর ঐতিহাসিক সত্যতা
নির্মাণে ব্যস্ত

রাজপথ ফুঁড়ে বেড়ে উঠলে শকুনের অশ্রাব্য গোঙানি
মৃত্তিকা সংলগ্ন হাড়গুলি সচকিত হন
প্রাচীন হাড়ের চাহনীতে সাতটি দোজখের কপাট ফাঁক হয়ে যায়
আর তখন শহরের সব ক'টি অট্টালিকা
হ্যামিলনের ইঁদুরের মতো কপাট ভেদ করে
দ্রুত ঢুকে যায় দোজখের গুহায়

প্রাচীন হাড়গুলি একত্রিত হয়ে জনসভা ডাকেন
শাদা শাদা হাড়ের গায়ে ফেরেশতার স্বতন্ত্র আচকান
পরনে পায়জামা
দ্রোহের সুগন্ধি মেশ্‌ক ফুর ফুর করে উড়ে যায়

একটি অরণ্যের জন্যে, একটি সমুদ্রের জন্যে, নিষ্পাপ পাখির জন্যে,
একটি পৃথিবীর জন্যে প্রাচীন হাড়গুলি জমাটবদ্ধ হন রক্ত এবং
মাংসে
তাঁদের শরীর থেকে বিদ্যুতের বেগে ছিটকে পড়ে
ঈসা খাঁর তরবারি
তরবারি এবং অশ্বের খুরের ধ্বনিতে
খুলে যায় দুর্গম আকাশের সর্বশেষ খিড়কি

প্রাচীন হাড়গুলির অগ্নিময় কলস্বরে নফল নামাজ ভেঙ্গে
আমার পিতার অশীতিপর দেহ এখনো মধ্যরাতে যুদ্ধের মাদকতায়
অকস্মাৎ ধনুকের ছিলার মতো খাড়া হয়ে ওঠে
বিরল বাতাসের টানে

www.pathagar.com

শেষ রাতের জার্নাল

এই রাত কুমিরের মতো। সমুদ্র উপকূলে উঠে পিঠটান করে রোদ পোহাবে। আগামীকাল। আগামীকাল হবে নিঃচ্ছিদ্র অন্ধকার। সরব এসরাজ। হারিয়ে যাবে দিনের সূর্য। অনন্ত গুহায়। আগামীকাল। আগামীকাল মৃত মানুষের জনসভা হবে। জীবিত মানুষ হবে টেবিল ডায়াস।

সাড়ে তিন ফুট মানুষের পিঠ বেয়ে চলমান সড়ক। মহাসড়ক। কাঁধ বরাবর গিয়ে মৃত্যুসেতু। সেতুর ওপর অটোমেটিক গাড়ি। মানুষ ছাড়া গাড়ি। আগামীকাল। আগামী কাল সমুদ্রের জলরাশি উজ্জ্বল রক্ত। চন্দ্রডোবা। অমাবস্যায় শশ্মান-গোরস্তানে লাশের মহোৎসব।

আগামীকাল কোনো ভালোবাসা জন্ম নেবে না। কোনো ফুল। কোনো কুঁড়ি। কোনো শস্য। বৃক্ষরা কেঁদে কেঁদে নিরাশ হবে। মৃত্তিকা পাথর হবে। নক্ষত্র হারিয়ে যাবে। পাখিরা পথ হারাবে। আগামীকাল। আগামীকাল শরণার্থী পিঁপিলিকা সাতটি মহাদেশের কোথাও কোনো আশ্রয় পাবে না।

এই রাত কুমিরের মতো। হা করে বসে থাকবে। তার ভেতর গমনাগমন করবে মানুষের দুঃসংবাদ। ধ্বংসের চুরুট জ্বলবে। এইরাত। আগামীকাল। আগামীকাল পৃথিবী দুমড়ে মুচড়ে চারভাঁজ হবে। ঝড়ের দৈত্য চালিয়ে যাবে সহস্র ট্যাংক। লক্ষ মিশাইল। খইয়ের মতো ফুটবে আগ্নেয়াস্ত্র তা তা থৈ থৈ।

আগামীকাল। আগামীকাল পাল্টে যাবে জিওগ্রাফী। পাল্টে যাবে এ্যানাটমী। ইতিহাস। অমর সঙ্গীত। আগামীকাল জন্ম নেবে অন্তিম ক্রোধ। জিঘাংসার জেট বিমান। আগামীকাল হবে ডবল ডিমাই অফসেট মেশিন। হোয়াইট প্রিন্ট বাইকালার ছাপা। ভেতরে কংকালের সাক্ষাৎকার। আগামীকাল। রক্ত বৃষ্টির মধ্যে হেঁটে যাবে দুইশো পয়েন্টের ব্লাক হেডিং। কিছু স্ক্রীন। কিছু শাদা-কালো ছবি। অস্পষ্ট। ঝাপসা। অগণিত ভুল মুদ্রাক্ষর। তারপর।-

তারপর অশরীরি নিমগ্ন পাঠকেরা অরণ্যহীন পৃথিবীহীন মানবহীন এক ভাসমান পাতালে অবগাহন করবে। ক্লান্তিহীন। আগামীকাল। আগামীকাল সকাল হবে না। সূর্য উঠবে না।

কিন্তু তার পরদিন? তারপর? তারপর? তারপর?

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিরল বাতাসের টানে

মোশাররফ হোসেন খান